অনানুষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনের আওতাভুক্ত করা সময়ের দাবি

বাংলাদেশের নারীদের সিংহভাগই কোনো ধরনের মজুরিযুক্ত উপার্জনমূলক কাজের সাথে যুক্ত নন, যদিও সাংসারিক কাজের প্রায় সম্পূর্ণ ভারই তাদের বহন করতে হয়। আশার কথা, বর্তমানে দেশে কর্মজীবী নারীর সংখ্যাটি ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী, দেশের মোট বেসামরিক কর্মজীবীর সংখ্যা ৫ কোটি ৭১ লাখ; যার মধ্যে ৪ কোটি ২ লাখ হলো পুরুষ আর ১ কোটি ৬৯ লাখ নারী। কর্মজীবী নারীদের এই সংখ্যার গরিষ্ঠ অংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত।

যে ধরনের শ্রমখাত অল্প পুঁজিতে অবিধিবদ্ধভাবে পরিচালিত হয়, যে খাতের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ নেই, যে খাতের আয় সাধারণত অর্থনীতির জাতীয়ভিত্তিক হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত হয় না, সে ধরনের খাতকে অনানুষ্ঠানিক খাত বলে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক খাত মানে এরূপ বেসরকারি খাত, যেখানে কর্মরত শ্রমিকের কাজের বা চাকুরির শর্ত, ইত্যাদি বিদ্যমান শ্রমআইন ও বিধিবিধানের আওতায় নির্ধারিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত নহে এবং যেখানে কর্মরত শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত।

লক্ষণীয় যে, অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতরা খুব কম পারিশ্রমিক পান। প্রায়ই তাদের নিয়োগপত্র থাকে না, থাকে না নিয়মিত কাজ করার নিশ্চয়তা। কাজ করতে হয় আট ঘণ্টার চেয়ে অনেক বেশি। এ ধরনের খাতে কাজ কোনো চাকুরি হিসেবে মর্যাদা পায় না, ফলে মজুরি ছাড়া শ্রমআইনের অন্য কোনো শর্ত, যেমন ছুটি, শ্রমঘণ্টা, উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, অবসর ভাতা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ ইত্যাদির এখানে কোনো বালাই নেই। অনানুষ্ঠানিক খাতের পরিচালনা পদ্ধতি প্রায়ই হয় নিয়োগকর্তার ইচ্ছাধীন। গ্রাম ও শহর উভয় পর্যায়েই এ ধরনের শ্রমখাত রয়েছে।

দেখা যায়, কৃষিসহ প্রায় অধিকাংশ অনানুষ্ঠানিক খাতে মজুরি প্রদানে বৈষম্য করা হয়। সমান পরিশ্রম করলেও নারীকর্মী পুরুষকর্মীর চেয়ে মজুরি কম পান।

গবেষণাতথ্য অনুযায়ী, অনানুষ্ঠানিক খাতে প্রায় সকল উন্নয়নশীল দেশের বাস্তবতাই কম-বেশি একইরকম। সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ মিলে এ খাতে নারীর সংখ্যা মোট কর্মীর প্রায় ৬০ ভাগ, অর্থাৎ পুরুষের চেয়েও বেশি। যেহেতু উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ নারীই শিক্ষা গ্রহণ করবার সুযোগ পান না এবং দারিদ্র্য নিয়ে বসবাস করেন, কাজেই বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও এই নারীদের উপার্জনের প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করতে যেতে হয়।

মজুরিবিহীন গ্রহশ্রমে নাকাল আমাদের সমাজের বিপুল সংখ্যক শিক্ষাবঞ্চিত ও স্বল্পশিক্ষিত নারীর উপার্জনমূলক কাজে উৎসাহী করে তুলতে এবং বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরতদের সংখ্যা বিবেচনায় এই খাতের উন্নয়নে সংশ্লিষ্টদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া জরুরি। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি দায়িত্ব রয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন, নারী অধিকার বিষয়ে কর্মরত সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের।

এজন্য সবার আগে অনানুষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনের আওতাভুক্ত করা আবশ্যক, যা সময়ের দাবি। তাছাড়া, এই খাতে কর্মরতদের অধিকার রক্ষায় আইএলও কনভেনশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে শ্রম আইন সংশোধন করাও দরকার। তাহলে বিদ্যমান বঞ্চনা থেকে আমাদের নারীরা অন্তত অংশত রক্ষা পাবে এবং প্রকারান্তরে অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমজীবী নারীদের অবস্থার দৃশ্যমান উন্নতি হবে, যার সুফল পাবে পরিবার, সমাজ ও দেশ।